দ্বিতীয় অধ্যায়

কুফর ও শিরক প্রসঙ্গ এবং থানবী সাহেবের ফিরিস্তি

বেহেস্তী জেওর ঃ

کفر و شرک کی باتوں کا بیان

"কুফরী ও শিরকী কাজের বর্ণনা"

সংশোধন ঃ

আশরাফ আলী থানবী সাহেব কুফর ও শিরক অধ্যায়ে বেহেস্তী জেওর ১ম খন্ড ৩৯ পৃষ্ঠায় অনেকগুলো কাজকে কুফর ও শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন ঃ

১) কারও নামে নজর নেয়াজ দেওয়া।

২) কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, মকসুদ পূরণের জন্য প্রার্থনা করা, রিজিক ও সন্তান চাওয়া ইত্যাদি।

৩) কারও নামে পশু জবাই করা।

৪) সাহায্যের উদ্দেশ্যে কাউকে ডাকা।

৫) কাউকে কল্যাণ বা অকল্যাণকারী মনে করা এবং মন-মকসুদ পূরণকারী বলে বিশ্বাস করা।

৬) কোন স্থানের আদব ও সম্মান করা।

৭। আবদুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা। ---- ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশরাফ আলী থানবী উপরোক্ত বিষয়গুলোকে ইসমাইল দেহলভীর অনুকরণে শিরক ও কুফর সাব্যস্থ করেছেন। বরং ইসমাইল দেহলভীর কথাগুলোকেই তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে শব্দ পরিবর্তন করে বেহেস্তী জেওরে লিখেছেন। অথচ এগুলো কখনও শিরক বা কুফর নয়। সংশোধনের লক্ষ্যে ইসমাইল দেহলভীর লিখিত "তাক্‌ভিয়াতুল ঈমান" -- এ বর্ণিত কুফর ও শিরকের বিস্তারিত বর্ণনার অনুবাদ আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহলেই দেখা যাবে- আশরাফ আলী থানবী সাহেব অন্ধভাবে ইসমাইল দেহলভীকে কিভাবে অনুকরণ করেছেন এবং বেহেস্তী জেওর কিতাবখানা যে তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানেরই সংক্ষিপ্ত সার, তাও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

www.sunnibarta.com